Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃইসলামে নারীর অধিকার

ইসলামে নারীর অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইতরাতুল ফাতেমা

রোলঃ 216021859

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইতরাতুল ফাতেমা

রোলঃ 216021859

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে নারীর অধিকার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইতরাতুল ফাতেমা, আইডিঃ 216021859 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর অধিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Etratul Fatema

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

ইতরাতুল ফাতেমা

আইডিঃ 216021859

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা ঃ.....5

পুরুষ উভয়ই মহান আল্লাহ সৃষ্টি ঃ.....6

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান.....7

বিভিন্ন ধর্মে ও সভ্যতায় নারী.....8

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকাঃ.....10

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার.....11

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ঃ.....12

ইসলামে নারীর ধর্মীয় অধিকার ঃ.....14

পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার.....15

বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান.....16

স্ত্রী হিসেবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান.....17

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান.....17

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার.....18

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার.....19

বিধবার অধিকার ও সম্মান.....19

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার.....20

উপসংহার ঃ.....21

রেফারেন্স.....21

ভূমিকা ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মহান আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন (সূরা আল ইমরান -১৯)।আর এই দ্বীনে মহান আল্লাহ নারীর মর্যাদা কে ঊর্ধে তুলে ধরেছেন। নর নারীর সমন্বয়েই মানবজাতি। নারী জাতি হল মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা নারীকে পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে মানব জীবন পরিচালনার জন্য পারস্পারিক সহযোগী করেছেন। ইসলাম মর্যাদার দিক দিয়ে নারীকে পুরুষের থেকে ভিন্ন করে দেখে নি।বরং ইসলামের আগমনেই এই নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত নারী সমাজ পেয়েছে মুক্তির সন্ধান। সারা দুনিয়াতে যখন নারীরা নিদারুণ অবস্থায় কালাতিপাত করছিল, আরব, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে তাদেরকে জন্তু জানোয়ার বলে মনে করা হতো এবং মানুষ হিসেবে তাদের কোন মর্যাদা অধিকার স্বীকার করা হতো না তখন ইসলাম নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রধান করে নারী জাতিকে সম্মানের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন وانتم لباس لهن لباس لكم (তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক) সূরা বাকারা -১৮৭

আল্লাহ আরো বলেন يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم زوجهاء-ان الله كان عليكم رقيبا

হে মানব সকল, তোমরা তোমাদের স্বীয় প্রতিপালকে ভয় করো , যিনি তোমাদেরকে একে আত্মা আদম হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওই আত্মা হতে তার জোড়া হাওয়া কে সৃষ্টি করেছেন এবং এত দুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় , যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট (স্বীয় হকের) দাবি করে থাকো এবং আত্মীয়তা (এর হক বিনষ্ট করা) হতেও ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সকলের খবর রাখেন। (সূরা নিসা)

পুরুষ উভয়ই মহান আল্লাহ সৃষ্টি ঃ

নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু "বৈষম্য" বা " পার্থক্য" দিয়েই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর এই " বৈষম্য" বা "পার্থক্যই "মানুষ সভ্যতা টিকে থাকার মূল ভিত্তি। নারী ও পুরুষের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজননের মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। নবাগত শিশুদেরকে পরিপূর্ণ স্নেহ ও মমতা দিয়ে লালন পালন করা এবং তাদের মধ্যে মানবীয় মূল্যবোধগুলো বিকশিত করা ভবিষ্যৎ মানব সভ্যতার প্রতি বর্তমান নারী ও পুরুষের প্রধান দায়িত্ব।

আরে দায়িত্বের পরিপূর্ণ পালনের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতগতভাবে কিছু বৈষম্য বা পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে, যেগুলোর বিলোপ সাধন করলে মানব সভ্যতা ধ্বংস হতে বাধ্য। ইসলামের মূলনীতি হল প্রাকৃতিক এই বৈষম্যকে পুঁজি করে যেন নারীদেরকে তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা হয় এবং বৈষম্য দূরীকরণ বা সমতা প্রতিষ্ঠা নামে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট না করা।

এজন্য ইসলামে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রধানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মূল দায়িত্ব ও প্রাকৃতিক এই বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ফলে নারী হিসেবে তাকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়নি, বৈষম্য করা হয়নি বা অবহেলা করা হয়নি। পক্ষান্তরে সমান অধিকারের নামে তাকে পুরুষের মধ্যে মত সমান অধিকার দিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করা হয়নি।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نصيب من ما اكتسوب وللنساء نصيب مما واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما

(আল্লাহ যা দিয়ে তোমাদের কাউকে কারো ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার লালসা করোনা। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। তোমার আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।)

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান

বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পূর্বে নারীর অধিকারের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেই সময় নারীরা ছিল সবচেয়ে অবহেলিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত নির্যাতিত এবং অধিকার হারা জাতি। সেই সময় নারীকে ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং বাজারের পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। নারীদেরকে মানুষ হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হতো না এবং তাদের কোন সামাজিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এমনকি মানব জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার টুকুও ছিল না। তাদের প্রতি খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। নারী দেখে মনে করা হতো দাসী এবং ভার ভারবাহী পশু হিসেবে।যাদেরকে ক্রয় বিক্রয় করা হতো। সে আমলে স্বামী যত খুশি স্ত্রী গ্রহণ করত এবং ইচ্ছা করলে তার স্ত্রীকে অপর কাছে বিক্রি করে দিতে পারতো কিংবা স্ত্রীকে দিয়েই কেউ ঋণ পরিশোধ করত। আবার কেউ উপহার হিসেবে কাউকে এমনিই দিয়ে দিত। তারা কন্যা সন্তান জন্ম কে লজ্জাজনক মনে করে সিওর নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠিত হতো না। তাদের এমন বিবেক বর্জিত কর্ম সম্পর্কে মহান আল্লাহতাআলা বলেন, واذا الموؤده اي ذنب قتلت سئلت আর যখন জীবন্ত সমাধিস্ত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।(সূরা তাকবীর ৮-৯)

সভ্যতার দাবিদার ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে আমরা দেখি যে, পিতা, সন্তান বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর কোন অধিকার নেই। কেবলমাত্র পিতা যদি কোন পুত্র সন্তান না থাকে, তবে তার সম্পত্তি কন্যারা লাভ করবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এ সকল কন্যা পিতার বংশের বাইরের কাউকে বিয়ে করতে পারবে না, কেননা এতে এক বংশের সম্পত্তি অন্য বংশে চলে যাবে । শুধু তাই নয়, নারী নিজের পক্ষ থেকে সম্পদ অর্জনেরও কোন অধিকার ছিল না। ১০০ বছর আগেও ইহুদি ও খ্রিস্টান জগতের আইন ছিল যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সম্পত্তি স্বামীর মালিকানায় চলে যাবেএবং স্বামী নিজের ইচ্ছামতো তারা ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারবে। উনবিংশ শতক থেকে বিবাহিত নারীদের স্বতন্ত্রভাবে সম্পদ অর্জনের অধিকার দিয়ে আইন তৈরি করা হয়। অনুরূপভাবে কর্মের ক্ষেত্রে, চাকুরীর ক্ষেত্রে। সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে, বিবাহ করা বা

না করার ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নারীদের বলতে গেলে কোন অধিকারই ছিল না। কোন কোন ধর্মে তো স্বামীর মৃত্যুর পরে স্থির বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। বরং স্বামীর সাথে চিতায় জীবন অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মাহুতি দেওয়াই ছিল তাদের নিয়তি।এত গেল অন্যান্য ধর্মে নারীদের করুন অবস্থার কথা। এখন আসা যাক ইসলামে নারীদের অবস্থা কেমন ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পূর্বে।   প্রাক ইসলামিক যুগে কন্যা সন্তানদের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক।কন্যা সন্তানদের পিতা হওয়াকে অপমানজনক মনে করা হতো। কারো কন্যা সন্তান জন্ম নিলে সে খুবই মর্মাহত হতো। এমন কি কেউ কেউ তাকে হত্যা করে ফেলত। এ অবস্থায় আরবের বর্বরতার অন্ধকার যুগে নারীদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করে ইসলাম নারীদের সম্মান ও অধিকার দিয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মে ও সভ্যতায় নারী

বিভিন্ন ধর্ম সভ্যতা নারীদের অবস্থান নিম্ন তুলে ধরা হলো

হিন্দু ধর্মে নারীদেরকে বলে দেওয়া হতো এবং ধর্মের সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এছাড়াও এই ধর্মের আয়না পিতার সম্পদের থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতি ভিন্ন ও নিচের স্তরে প্রাণী মনে করা হতো। এই দিকে ইঙ্গিত করেই professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, there is a no creature more signful than women. women is burning fire. she is the sharpedge of the razor she is verily all there in a body. অর্থাৎ নারীর ন্যায় এত পাপ পঙ্কিলতময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে করে ধারালো দিক।এই সমস্তই তাদের সন্নিবিষ্ট। নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে, Men should not love there অর্থাৎ নারীদেরকে ভালোবাসা পুরুষদের উচিত নয়।

বৌদ্ধ ধর্মেঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হতো।এ সম্পর্ক ঐতিহাসিক ওয়েস্ট মার্ক বলেন -women are of all the

snares which the temple has spent for man,the most dangerous, in women are embolied all the powers in infatuation which blinded the mind of the world, অর্থাৎ মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলো ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তার মধ্যে নারী সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তির অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।
ইহুদি ধর্মেঃ এ ধর্মে নারীর প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে,সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষ শতগুণে ভালো। তারা নারীকে যাবত পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করেছে।

খ্রিস্টান ধর্মেঃ খ্রিস্ট ধর্ম মতে নারী রাই নরকে প্রবেশদ্বার।সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউন্সিল অফ দা ওয়াইজ এর অধিবেশনে সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, women has no soul,

চীন সভ্যতায়ঃ চীন দেশে নারীদের অবস্থান বিবরণ দিতে গিয়ে দৈনিক আর চীনা নারী বলেন,মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্ব নিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস।
গ্রিক সভ্যতায় ঃবিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন - women is the greates source of chaose and disruption in the world, নারী জগত বিশৃঙ্খল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস।
রোম সভ্যতায় ঃ রোম সভ্যতায় পরিবার নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানের উপর নিরঙ্কশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছা তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত।

বর্তমান বিশ্বে নারীর অধিকার ও মর্যাদাঃ বর্তমান বিশ্ব নারী যথাযথ অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যবাদীরা নারী স্বাধীনতা নামে না দিদিকে ঘর ছাড়া করছে। ইসলাম নারীদেরকে মর্যাদা যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল , পাশ্চাত্যবাদীরা তা ক্ষুন্ন করে নারীদের আবার অনাচার আর দুষ্কর্মের শৃঙ্খলা বন্দী করে ফেলেছে। পাঁচটা তো বাদিরা নারী পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙ্গে নারীদেরকে নিজেদের অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছে। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলোতে এমন কি আমাদের দেশেও ৮৫% নারী ধন তত্ত্ববাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ নারীদেরকে

অপরের ইচ্ছার পুতুল বানিয়ে তাদেরকে বাজারে পণ্য ও ফ্যাশনের প্রতি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে এবং খদ্দেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নারীদের বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে। যেমন নারীদের নগ্ন ও অশ্লীল ছবি, নারী বিষয়ক নানান অশ্লীল গল্প কবিতা, উপন্যাস, অশ্লীল সিনেমা ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে যুবসমাজ এমন কি বৃদ্ধদেরও মানসিক বিকৃতি ঘটছে। নারীদেরকে তাদের উন্নত মর্যাদার আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনছে। অল্প কথায়, নারীর মর্যাদা দানের পরিবর্তে নারীর জাতির প্রতি দিন দিন অমর্যাদা ও অবমাননায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় ইসলামের ভূমিকাঃ

মানব সৃষ্টির প্রথম দিকে আল্লাহ তায়ালা আদি পিতা আদম আলাই সালাম কে কি করার পর তার সহধর্মিনী হিসেবে তারই বাম পাজরের একটি হাড় হতে আদি মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃজন করেন অতঃপর তাদের হতে অসংখ্য নর নারী সৃষ্টি করেছেন এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, يا ايها الناس انا خلقناكم من زكري وانثى হে মানবজাতি আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি (সূরা হুজরাত ১৩)

মহান আল্লাহ এই বিশ্ব জগতে অসংখ্য মাখলুকাতের মধ্যে মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন আল্লাহ তায়ালা বলেন ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر هم من الطيبات بفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا
আর আমি বনি আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহন করিয়েছি আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি বনি(ইসরাইল ৭০)

আল্লাহতালা নারী-পুরুষ উভয়কে সম্মান দিয়েছেন পুরুষ যে থেকে নারীকে ভিন্নভাবে দেখেননি। বরং যুগ যুগ ধরে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নারী সমাজকে পুরুষের মত মর্যাদা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিকার মর্যাদা দান করেছেন এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, ولهن مثل الذين عليهم وللرجال عليهم درجه بالمعروف, স্ত্রীদের ও পুরুষদের উপর ন্যায় সংগত অধিকার রয়েছে আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব

রয়েছে (বাকারা ২২৮) নারীর প্রতি সকল প্রকার অত্যাচার অবিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করতো নারীকে সর্বক্ষেত্রে অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী যে অধিকার ও মর্যাদা প্রধান করেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলামে মুসলিম নারীর সব রকম অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হলো আজ তারা অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত। উত্তরাধিকার, দেনমোহর, ভরণপোষণ সহ বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত নারীরা। অপরদিকে সঠিক জ্ঞান না থাকায় ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে মনে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। ইসলামে উত্তরাধিকার আইনে পুলিশ চেয়ে নারীদের সম্পদের অংশ কম দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে যুক্তিসংগত কারণ বুঝতে না পেরে অনেকে ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাদের ধারণা নারীদের প্রতি ইসলামের আইন হলো বৈষম্যমুলক। পবিত্র কুরআনের বিধান অনুযায়ী সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও সংরক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। এরপরও মহাবিজ্ঞানময় পূর্ণ জীবন বিধান সম্পর্কে না বুঝে অনেকে কটাক্ষ করে থাকেন। সত্য অনুসন্ধিৎসু সুন্দর মনের অবলোকনের জন্য সম্পত্তিতে নারীর যে কুরআনিক অধিকার রয়েছে তা যেন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সমাজে কুরআনের আইন মোতাবেক নারীদের সম্পত্তি সর্ব ক্ষেত্রে পাচ্ছে না বিধায় তারা আজ অধিকারহারা, সম্পত্তিহারা ও নির্যাতিত। এ যেন মানবতা ধর্ম ইসলামকে কথোপকথন করা মানে এর বিরোধিতা করা ছাড়া আর কিছুই নাই। আর বর্তমানে নারীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে সব প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা দায়ী।

পবিত্র কুমারের বন্টন নীতি অনুযায়ী একজন থেকে তিন ভাবে সম্পদ লাভ করেন। **১,মিরাস**,২,**মোহর ৩,নাফাকা**। অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর মিরাসের অংশ। বিয়ের সময় স্বামী থেকে উপযুক্তদেরমহর এবং স্বামীর পক্ষ থেকে জীবনধারণের ওয়াজিব খরচ, বাসস্থান, খাদ্য, ঔষধ ইত্যাদি যাকে আরবিতে না থাকা বলা হয়। পক্ষান্তরে পুরুষ কেবল একটি সূত্র থেকে সম্পদ লাভ করে , সেটা হলো মিরাস।কিন্তু সমাজে নারী এসব অর্থনীতির সূত্রগুলো বন্ধ করে রেখেছে এবং এসব অধিকার নিশ্চিত না করে নানা বিতর্কের অবতারণা করা হয়, যাতে ডুকরে কাঁদে অপপ্তি গুলো। ইসলামের

দেনমোহরের এত সুন্দর বিধান থাকা সত্ত্বেও সমাজ এখন উল্টো ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। পাত্র কাবিন তো পরিশোধ করেই না উল্টো কোনো পক্ষ থেকে উপহার নামে যৌতুক নেয় আর মেয়ের বাবার ঘাড়ে একরাশ বরযাত্রী খাওয়ানোর নামে বসে চাপিয়ে দেয়। ইসলামের যৌতুক নেওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও কোন পক্ষকে কোন রকমের জুলুম করাকে যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সবাই ভুলে যায়। আমরা কি জানি, আমাদের ধর্মের পক্ষে বিয়ের খরচ দিতে পর্যন্ত বাধ্য নয়? এমনকি ছেলের মা বাবা মায়ের ও দায়িত্ব নয় বিয়ের খরচ বহন করা।ছেলের দায়িত্ব হলো বিয়ের বছর অলিমার আয়োজন করা এবং কাবিন পরিশোধ করা।

ইসলামের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার পূর্বে পৃথিবীর কোন জাতিই নারীর কোন কিছুর উপর নিজস্ব অধিকার কে স্বীকার করত না। ইসলাম এসে নারী জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করেছে। যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, পূজা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারীরা অর্জন করে তারা তার প্রাপ্য। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পুরুষ উভয়ই তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। কুরআনে বলা হয়েছে, নারীদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন রয়েছে পুরুষদের। নারীর সম্পত্তিতে অধিকার নিশ্চিত করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদের অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশি। (সূরা নিসা) ইসলাম একাধারে কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নি, মাতা হিসেবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিষেধ করেছে।

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ঃ

অন্যান্য অধিকারের ন্যায় রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি কোন বৈষম্যমূলক বিধান ইসলাম প্রধান করেনি। রাজনীতি অধিকারের ক্ষেত্রে মূল বিষয় দুটি। ১,রাষ্ট্র পরিচালনায় মতামত পরামর্শ প্রদানের সুযোগ এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন। কুরআন কারীমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সকল জাগতিক বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম নির্বাহ করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়, খলিফা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ক কাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের পরামর্শ

গ্রহণ করতেন। বর্তমান যুগের সার্বজনীন ভোট ব্যবস্থা তখন ছিল না। তবে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয় নারীদের পরামর্শ নেওয়া হতো।এ সকল বিষয়ে নারীদের ভোট, পরামর্শ বা মত প্রধানের অধিকার নেই এরূপ কোন চিন্তা কখনোই ছিল না।

কোন রায়কে রাষ্ট্রপরিচালনায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক ক্ষমতা প্রদান করার বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম করেছেন,

তিনি বলেন, لن يفلح قوم ولو امرهم امراه

যে জনগোষ্ঠী তাদের দায়িত্ব কোন নারীর উপর অর্পণ করে তারা সফল হয় না।(বুখারী)

এ হাদিসের আলোকে কোন কোন ইমাম ও ফকিহ ও মত প্রকাশ করেছেন যে নারী রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেনা। কিন্তু অন্যান্য ইমান ও ফকীয় মত প্রকাশ করেছেন যে, কেবলমাত্র নারীকে স্বৈরতান্ত্রিক বা একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রধান আপত্তিকর, ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া আপত্তিকর নয়। এছাড়া মন্ত্রী বিচারক ও অন্যান্য সকল দায়িত্ব ও তারা গ্রহণ করতে পারবেন। তারা বলেন কুরআনে নারী শাসককে প্রশংসা করা হয়েছে।

নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর সাথে ইয়ামানের সাবা অঞ্চলের রানী আলোচনায় উত্তর রানীর (বিলকিস) প্রজ্ঞা ও শাসকের প্রশংসা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত রানী পরিষদের পরামর্শ ছাড়া কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না।

এ আয় তো উপরের হাদিসের সমন্বয় হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহ ও অন্যান্য আলেম উল্লেখ করেছেন যে, আইনগতভাবে ও ব্যবহারিকভাবে মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলে নারীর জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের পদ গ্রহণ করা ইসলামে অবৈধ বা নিষিদ্ধ নয়।

শুধু আইন করে, বিচার করে, কোন নারীকে ধরে মন্ত্রী বানিয়ে, বা কোটার মাধ্যমে কিছু নারীকে চাকরি দিয়ে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য রোধ করা যায় না। বৈষম্য দূর করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ বিশ্ব ইসলামের নির্দেশ নারীর অধিকার কন্যা, স্ত্রী ও মাতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করলে মহান আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে যে মহান পুরস্কার রয়েছে এবং এ বিষয়ে অবহেলা করলে যে কঠিন শাস্তির রয়েছে সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার অন্যতম উপায়।

ইসলামে নারীর ধর্মীয় অধিকার ঃ

ধর্ম পালন মানুষের জন্মগত অধিকার। সকল মানুষেরই অধিকার আছে ধর্ম পালন, আল্লাহর স্মরণ, প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে তার অশান্ত হৃদয় শান্ত করারও আত্মিক প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও আখিরাতের পুরস্কার অর্জন করার। অনেক ধর্মে জাতি,বংশ, বর্ণ বা লিঙ্গের কারণে অনেক মানুষকেই জন্মগত ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্ম।প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের বক্তব্য অনুসারে হাওয়া প্রথম নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন এবং আদমকে তা ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করেন, এ কারণে ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মে মানব জাতির পতনের জন্য নারীকে দায়ী করা হয়। বাইবেলের এই গল্পকে নারী ও পুরুষের মধ্যে ধর্মীয় অন্যান্য বৈষম্য প্রতিষ্ঠার মূল যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বাইবেলের নতুন নিয়মে খ্রিস্ট ধর্মের বিধান নিম্নরূপ, আমি উপদেশ দিবার কিংবা পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারী কি দেই না, কিন্তু মৌন ভাবে থাকিতে বলি। কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে(হাওয়াকে) নির্মাণ করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিত হইলেন।
এভাবে অপ্রাসঙ্গিক একটি কাহিনীর উপর ভিত্তি করে নারীকে ধর্মীয়, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাকে জন্মগতভাবে পাপী ও অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরআন কারীমে কখনোই প্রচলিত বাইবেলের এই গল্প সমর্থন করা হয়নি বা এজন্য হাওয়া কে দায়ী করা হয়নি।
বরং সর্বদা আদম আওকে সমভাবে দায়ী করা হয়েছে। সর্বোপরি, এরুপ বিষয়কে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বাহন বানানো হয়নি। বরং সকল ধর্মের বিষয় নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে। তবে সমান দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ও সব ক্ষেত্রেই নারীরা সমান অধিকার ভোগ করেন। তবে নারী প্রকৃতির ওপর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দায়িত্ব কিছুটা হালকা করা হয়েছে । যেমন

পুরুষের জন্য জামাতে নামাজ আদায় করা জরুরী দায়িত্ব। কিন্তু নারীর জন্য তা জরুরি দায়িত্ব নয়, সুযোগ মাত্র।
রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

তোমাদের নারীগণ মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদেরকে নিষেধ করবে না, তাদেরকে অনুমতি দিবে।
অন্য বর্ণনায়, তাদেরকে মসজিদে গমনের সূর্য থেকে বঞ্চিত করবে না, আল্লাহর বান্দীদের মসজিদে নামাজ পড়তে নিষেধ করবে না। তবে তাদের বাড়িতে নামাজ পড়াই তাদের জন্য উত্তম।
নারীর মাতৃত্ব, দুগ্ধদান,পর্দা পালন ও অন্যান্য দায়ীদের সাথে সংহতি রেখেই তাদের এই বিধান দেওয়া হয়েছে। সকল প্রকার বেদাতের ক্ষেত্রে এভাবে নারীদেরকে সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তবে দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনেক রেয়ার দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার

রাসূলুল্লাহ (স) এর পূর্বে এবং তার অনেক পরেও অনেক নারীর বেঁচে থাকার অধিকারই ছিল না। ইসলাম পূর্বে ও বর্তমানে ভারতে, চীনে ও অনন্য দেশে জন্মের আগে বা পরে কন্যা শিশুকে হত্যা করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী বেঁচে থাকার অধিকার হারাতে এবং স্বামীর চিতায় প্রাণ দিত।
শিক্ষা কর্ম,চাকরি, বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে বা তার মতামত কে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। বাইবেলে নারী শিক্ষার অধিকার সীমিত করা হয়েছে। তাদেরকে কেবলমাত্র স্বামী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে স্ত্রীলোকেরা মন্ডলীতে নীরব থাকুক কেননা কথা কইবার অনুমতি তাহাদের দেওয়া যায় না বরং যেমন ব্যবস্থাও (তাওরাত বা শরিয়াত) বলে, তাহারা বশীভূত হইয়া থাকুক। আর যদি তাহারা কিছু শিখতে চায় তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক।
পক্ষান্তরে পানাহার, শিক্ষা, দীক্ষা, উপহার, আচরণ সকল ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যাদের সাথে সমান আচরণ সমান অধিকার নিশ্চিত করতে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিবাহ ও পরিবার গঠনে পুরুষ ও নারী উভয়ের পছন্দ ও মতামতকে সমান অধিকার

প্রদান করা হয়েছে।পারিবারিক জীবনের স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য ও দায়িত্বের ভারসাম্য রক্ষা করে সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান

জাহিলি যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোন অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল।ইসলামে আহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বিবেক সম্পর্ক স্থাপন নির্দেশ দিয়েছে, এ মর্মে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

তবে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্য থেকে দুই দুই,তিন তিন,চার চার জনকে বিবাহ করো। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে ইনসাফ করতে পারবেনা, তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ করা অথবা তোমাদের যা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো। অবিচার হতে বাঁচার জন্য এটাই সঠিক কাজ। (সূরা নিসা ৩)

স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান
ইসলামের আবি ভাবে পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন তখন তাদেরকে পাত্রস্থ্ করা হতো। স্বামী নির্বাচনে স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোনো নারী স্বামী হতে পারবেনা।। আল্লাহ তাআলা বলেন، ٧ف تعضلوهن ان, হে পুরুষরা তোমরা মহিলাদেরকে স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে বিয়ে করাতে বাঁধা প্রদান করোনা। সূরা বাকারা ২৩২
হাদিসে এরশাদ রয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না। তারা (উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)কুমারী সম্মতি কিরূপে নেওয়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন তার নীরবতাই সম্মতি।

স্ত্রী হিসেবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টা সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আলো এরশাদ করেন، هن لباس لكم وانتم لباس لهن
তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক (বাকারা ১৮৭)
রাসূলুল্লাহ (স)বলেন,তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম।
শুধু তাই নয় নবী কারিম তার বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে সমান অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে আর স্ত্রীর প্রতি সদর আচরণে প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, وعاشروهن بالمعروف
তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর (নিসা ১৯)

মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা
ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে। সুরা নিসা ৪
রাসুলুল্লাহ এরশাদ করেন, যে শর্তটি পূরণ করা সবচেয়ে জরুরি তা হলো ওই শর্ত যা দ্বারা তোমরা স্ত্রী লজ্জাস্থানে হালাল কর।অর্থাৎ মোহর

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে,
হে রাসুল, (স)লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের স্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, এটা অসূচি জনিত কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালীন চলাকালীন মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে থাকো।তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের কাছে যেও না।যখন তারা পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যেয় যাও,

যেভাবে আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালোবাসেন। সূরা (বাকারা ২২২)
পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তবে পুরুষরা স্ত্রীদের যৌনাঙ্গে যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ, অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই শস্যক্ষেত্রে গমন কর। (সূরা বাকারা ২২৩)

হাদিসে এসেছে, জাবির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে ইহুদিরা বলতো পুরুষ যদি পশ্চাৎদিক হতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গের সঙ্গম করে তাহলে সন্তান টেরা হয়। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা উদ্দেশ্যে কোরআন মাজীদের এই আয়াত। তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র, অতএব তোমরা তোমাদের শষ্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পারো।

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাবের পূর্বে আরবরা নিজেদের সন্তানদের দারিদ্রের কারণে হত্যা করত। ইসলাম সন্তান হত্যা হারাম ঘোষনা করে পুত্র কন্যাদের এর থেকে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে,

তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয় হত্যা করো না, তাদের এবং তোমাদেরও রিজিক আমি প্রদান করি। তাদের হত্যাকার মহাপাপ। সুরা বনি ইসরাইল (আয়াত ৩১)

ইসলামে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে মর্যাদা কত কোন পার্থক্য নেই। ইসলামে কোন সন্তানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করাকেও নিষেধ করেছে। মহনবি (স)আরো বলেন যে ব্যক্তি তার সন্তানের কারণে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়) সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করলে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে। তিরমিজি

মাতা হিসেবে নারীর অধিকার

কোরআন মাজিদে আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, আর ইবাদত করো আল্লাহর, তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করোন,আর পিতা মাতার সঙ্গে সৎ ও সদর ব্যবহার কর। সূরা নিসা আয়াত ৩৬।
পিতা মাতার ব্যাপারেও সন্তানের দায়িত্ব সম্বন্ধে কুরআন মাজীদে আল্লাহ পাক বলেন, যদি তারা পিতা মাতা উভয় তোমাকে ওই বিষয়ের উপর পীড়াপীড়ি কের যে তুমি আমার সঙ্গে শিরক করবে, যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞানই নেই তাহলে তুমি তাদের দুজনের কথা মানবে না তবে দুনিয়ার জীবনে তুমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে। সূরা লোকমান (আয়াত ১৫)

ইসলাম নারীদের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছে মা হিসেবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম বলেন মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, একবার এক লক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করলেন আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকারী কে? নবীজি বললেন, তোমার মা, ওই লোক জিজ্ঞেস করলেন তারপর কে? তোমার মা। ওই লোক আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবারও তিনি উত্তর দিলেন তোমার মা।বুখারী

বিধবার অধিকার ও সম্মান

বিধবাদের অধিকার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যারা বিধবা নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয় যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নামাজী ও সদা রোজা পালনকারী।

ইসলামে নারীর পরকালীন কল্যাণের অধিকার
পরকালীন কল্যাণে ও পুরুষদের মত নারীর অধিকার আছে। কোরআন মাজীদে বলা হয়েছে , আর যে সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী হয় তবে সে জান্নাতে

প্রবেশ করবে। আর কারো ওপর বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না। সূরা নিসা (আয়াত ১২৪)

এ ব্যাপারে কোরআন মাজীদে আরেকটি সূরা নাহলে বলা হয়েছে, পুরুষ বা নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকাজ করবে সে মুমিন হয় তাহলে তাকে আমি দুনিয়াতে পবিত্র জীবন যাপন করাব এবং পরকালেও জীবনেও এদের সৎকর্মের বিনিময়ে উত্তম পরিস্কার দিব। সূরা নাহল (আয়াত ৯৭)

এ আয়াত দুটি থেকে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়, জান্নাত লাভের জন্য তথা পরকালীন কন্যাণ লাভের জন্য নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার।

নারীর অপবাদ থেকে সুরক্ষার অধিকার

বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে, একদল পুরুষ হীন স্বার্থে ভদ্র পরিবারের নারীর উপর অপবাদ আরোপ করছে, সংশ্লিষ্ট নারীর ছবি অন্য খারাপ নারীর ছবির সঙ্গে সম্পাদন করে অশ্লীল ছবিতে রূপান্তরিত করে জঘন্য কুৎসা রটনা করে ইউটিউব, ফেসবুকে দিচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট সতী সাধ্বী নারী ও তার পরিবার পরিজনকে অসহনীয় অবস্থা পড়তে হচ্ছে। এরকম অপবাদ থেকে নারীর সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, যারা সতীসাধ্বী নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে এবং এর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদের আসিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। সূরা নূর (আয়াত ৪)

উপসংহার ঃ

পরিশেষে মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামই ১৪০০ বছর আগে নারী জাতিকে প্রকৃত মর্যাদা ও ন্যায় সঙ্গত অধিকার প্রদান করেছে। এজন্যই প্রখ্যাত অমুসলিম মনীষী পিয়ারে ক্রাবাইট (Pierre Crabite)ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা, মোহাম্মদ সাঃ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন যে, Muhammad was the world greatest champion of women's rights the world has ever seen, (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নারী অধিকারের প্রধানের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যা পৃথিবীতে আর কখনো দেখা যায়নি)।

রেফারেন্স

১,কুরআন

২,বুখারী ও মুসলিম
৩,তিরমিজি ও মিশকাত
৪,খুতবাতুল কুরআন
৫,কালের কন্ঠ
৬,প্রথম আলো
৭,দৈনিক ইত্তেফাক